হার
লিগ ওয়ানে মোনাকোর বিরুদ্ধে
৩-২ গোলে হারল প্যারিস সাঁ জাঁ।

ফের খড়্গহস্ত বর্ডার

ভারত বধের লক্ষ্যে অস্ত্রে শান রিকির

সিডনি, ২১ নভেম্বর : কোয়ারান্টিন পর্ব জারি। চলছে জোরকদমে প্রস্তুতিও।

ভারত ও অস্ট্রেলিয়া, দুই শিবিরই প্রস্তুতিতে ফাঁকফোকর রাখতে নারাজ। অজিদের কাছে এবারের সিরিজ এক অর্থে বদলার মঞ্চ। আর সেই মঞ্চটাকে পোক্ত করতে হেডকোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারদের সঙ্গে নেটে আদাজল খেয়ে নেমেছেন রিকি পন্টিংও। অজি ব্যাটিংকে প্রস্তুত করার গুরুদায়িত্ব। দায়িত্বে কোনও কসুর রাখছেন না প্রাক্তন বিশ্বজয়ী অধিনায়ক।

আইপিএল ফাইনালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের কাছে পরাজিত হতে হয়েছে পন্টিংয়ের দিল্লি ক্যাপিটালসকে। হারের আক্ষেপ ঝেড়ে ফেলে পন্টিংয়ের চোখ এবার ভারত বধে। ফাইনালের পরই নিজের কাজ শুরু করে দিয়েছেন। ডেভিড ওয়ার্নার, স্টিভেন স্মিথদের সঙ্গে দেশে ফিরে সোজা দলের সঙ্গে কোয়ারান্টিনে। চলছে নেট সেশনে ঘাম ঝরিয়ে ব্যাটিং লাইনআপকে তৈরি করা।

একটানা থ্রো ডাউন। মাঝেমধ্যে

> ভেবেছিলাম কোহলি হয়তো অস্ট্রেলিয়াতেই তার সন্তানের জন্মের কথা বিবেচনা করবে। তাহলে জন্মসূত্রে তাকে অস্ট্রেলিয়ান বলে দাবি করতে পারতাম।
>
> –অ্যালান বর্ডার

ব্যাটসম্যানদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ। নেট সেশনে যার লাভ তোলার চেষ্টায় মগ্ন ওয়ার্নার থেকে স্মিথ, ফিঞ্চরা। মার্কাস স্টোয়িনিস বলছিলেন, 'দলের সঙ্গে কোয়ারান্টিনে আছেন পন্টিংও। আমাদের জন্য পুরো সময় দিচ্ছে। নেট সেশনের একদম শুরু থেকে থ্রো ডাউন দিচ্ছে। তা চলছে শেষ পর্যন্ত। যেভাবে খাটছে দিনের শেষে ক্লান্তি স্বাভাবিক। আমার ধারণা, ক্লান্তি কাটাতে ঘুমোবার আগে সম্ভবত ওকে ব্যথা নিরোধক ওষুধও নিতে হচ্ছে।'

দিল্লি ক্যাপিটালসে পন্টিংয়ের কোচিংয়ে খেলেছিলেন স্টোয়িনিস। কোচ-ছাত্রের জুটি এবার অজি জার্সিতে। স্টোয়িনিস বলেন, 'রিকি কতটা ভালো, সে গল্প আমাদের জানা। কিন্তু যখন ব্যক্তিগতভাবে মিশবেন, তখন অনুধাবন করবেন, ও কতটা ভালো। পরিষ্কার হয়ে যায়, খেলোয়াড় হিসেবে কেন এত সফল ছিল, কেন এত লড়াকু।। দীর্ঘদিন ধরে ওকে চিনি। আমার জন্য প্রচুর সময় খরচ করেছে। শুধুমাত্র কথার কথা নয়, সঠিক রাস্তাটা সবসময় বাতলে দিয়ে পাশে থাকে।'

ঘুরেফিরে স্টোয়িনিসের গলাতেও সেই বিরাট কোহলি ইস্যু। তবে মনস্তাত্ত্বিক সুবিধা, বিশাল অ্যাডভান্টেজ- এভাবে বিষয়টিকে দেখতে নারাজ অজি অলরাউন্ডার। স্টোয়িনিস বলেন, 'ওর না থাকাটা হয়তো কিছুটা সুবিধা দেবে। তবে এটা আমাদের কোনও বাড়তি অনুপ্রেরণা নয়। প্রথম সন্তানের জন্ম। সেদিক থেকে বাড়ি ফিরে যাওয়া সঠিক পদক্ষেপ। আমার ধারণা, এটা বরং বাকি ম্যাচগুলিতে বিরাটকেই উদ্দীপ্ত করবে। আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। অতীতে বিরাটের বিরুদ্ধে কখনও আমাদের পরিকল্পনা কাজ করেছে, কখনও করেনি। ওর মতো বিগ প্লেয়ারদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের সঙ্গে লড়াকু মানসিকতা দরকার। আশা করি, আমরা তা দেখাতে পারব।'

'মাইন্ডগেমের' সুযোগ অবশ্য হাতছাড়ায় নারাজ রিকি পন্টিং। কোহলির অনুপস্থিতিতে ভারতীয় দলের চার নম্বর কে হবেন? এদিন ফের প্রশ্নটা উসকে দিয়ে পন্টিং বলেন, 'ব্যাটসম্যান ও অধিনায়ক, দুই দিক থেকেই বিরাটের অভাব টের পাবে ভারতীয় দল। বাকিদের কাছে যা চাপের। আবার নেতৃত্বের বাড়তি চাপ থাকবে রাহানের ওপর। তাছাড়া শেষ তিন টেস্টে চার নম্বরে কে খেলবে, তার উত্তরও খুঁজে নিতে হবে ভারতকে। অজি ব্যাটিংয়ে উইল পুকোভস্কি, ক্যামেরন গ্রিনকে নিয়ে চাপানউতোর রয়েছে। তবে ভারতীয় দলকে অনেক বেশি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে সিরিজ শুরুর আগেই। গত সফরে ভারতের সাফল্য নিয়ে অনেক কিছু বলা হয়। কিন্তু মনে রাখা দরকার, স্মিথ ও ওয়ার্নারকে ছাড়াই খেলতে হয়েছিল আমাদের।'

এদিকে, পুরোনো মেজাজেই অ্যালান বর্ডার আবার আইপিএল নিয়ে তোপ দাগলেন। প্রাক্তন অজি অধিনায়ক বলেন, 'বিশ্বকাপকে সবসময় স্থানীয় প্রতিযোগিতার থেকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। করোনার কারণে টি২০ বিশ্বকাপ আয়োজন হল না, অথচ আইপিএল দিব্যি হল! আর্থিক কারণেই এই দ্বিচারিতা। আগামীদিনেও এরকম হলে, দেশীয় বোর্ডগুলির উচিত আইপিএলে ক্রিকেটার না ছাড়া।' বিরাটকে নিয়ে অবশ্য উলটো সুর। বর্ডার মনে করেন, কোহলির না থাকা ভারতের জন্য টেস্ট সিরিজে বিরাট ক্ষতি। একই সঙ্গে কিছুটা মজার ছলে বলেন, 'আমরা ভেবেছিলাম, কোহলি হয়তো অস্ট্রেলিয়াতেই তাঁর সন্তানের জন্মের কথা বিবেচনা করবে। তাহলে জন্মসূত্রে তাঁকে অস্ট্রেলিয়ান বলে দাবি করতে পারতাম।'

সুনীল, গুরপ্রীতদের দিকে তাকিয়ে সমর্থকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : নামে দেশের জাতীয় লিগ। কিন্তু প্রতিবছরের মতো সপ্তম আইএসএলেও আলোচনার সিংহভাগজুড়ে রয়েছেন বিদেশি ফুটবলাররা। এই প্রতিযোগিতায় বেশিরভাগ দলেরই শক্তি এবং দুর্বলতা নিয়ে যখন কাটাছেঁড়া হয়, তখন যাবতীয় নজর থাকে তাদের বিদেশি রিক্রুটদের ওপরই। ব্যতিক্রম দুই-একটি মাত্র দল এবং তাদের মধ্যে অন্যতম অবশ্যই বেঙ্গালুরু এফসি। রবিবার রাতে গোয়ায় বেঙ্গালুরু বনাম এফসি গোয়ার খেলা শুরুর আগে দেশের ফুটবলপ্রেমীরা

> **আজ আইএসএলে**
> বেঙ্গালুরু বনাম এফসি গোয়া
> সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
> স্টার স্পোর্টস-১, ২

কিন্তু উদগ্রীব হয়ে থাকবেন বেঙ্গালুরুর বিদেশি নয়, তাদের একগুচ্ছ স্থানীয় ফুটবলার কেমন ফর্মে আছেন, তারই একটি আভাস পেতে। কারণটা সহজেই অনুমেয়- গুরপ্রীত সিং সান্ধু, রাহুল ভেকে, উদান্তা সিং, আশিক কুরুনিয়ান, সুনীল ছেত্রী- এঁরা শুধু বেঙ্গালুরুর ফুটবলার নন, জাতীয় দলের নিয়মিত তারকাও বটে। বিদেশ থেকে আসা নামীদামি ফুটবলাররা যেমনই খেলুন না কেন, আদতে এরাই হলেন ভারতীয় ফুটবলের মেরুদণ্ড।

বেঙ্গালুরু অন্যতম শক্তিশালী দল, কিন্তু সম্ভবত খুব বেশি পিছিয়ে নেই গোয়াও, যদিও তাদের গতবারের একগাদা ফুটবলার এবার পাড়ি দিয়েছেন মুম্বইয়ের পথে। গতবারের আইএসএল লিগ চ্যাম্পিয়ন এফসি গোয়া দলটি এবার অপেক্ষাকৃতভাবে একটি নতুন দল, কিন্তু তাদের কাছেও এমন কিছু ফুটবলার আছেন, যাঁরা একটি ম্যাচের ভাগ্য গড়ে দিতে পারেন। সবচেয়ে বড় কথা, দলে

> সন্দেহ নেই সেভাবে প্রি-সিজন করবার সুযোগ পাওয়া যায়নি। কিন্তু আমি ফুটবলারদের মানসিকভাবে তৈরি করছি ম্যাচ জেতার জন্য।
>
> –জুয়ান ফেরান্দো

আছেন এমন কিছু খেলোয়াড়, যাঁরা একবারেই স্থানীয়, খেলা শিখেছেন গোয়ার মাটিতেই। ফলে সেরিটন ফার্নান্ডেজ, ব্র্যান্ডন ফার্নান্ডেজ কিংবা লেনি রডরিগেজ যে তাঁদের দলকে অনেকটা ভরসা জোগাতে পারবেন, এমন আশা করাই যেতে পারে। কোচ জুয়ান ফেরান্দো পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, রবিবার তিনি মাঠে নামছেন তিন পয়েন্ট তোলার আশায়। তিনি বলছেন, 'সন্দেহ নেই, সেভাবে প্রি-সিজন করার সুযোগ পাওয়া যায়নি। কিন্তু আমি ফুটবলারদের মানসিকভাবে তৈরি করছি ম্যাচ জেতানোর জন্য।'

আইএসএলে প্রথম ম্যাচে নামার আগে জিমে বেঙ্গালুরু এফসির সুনীল ছেত্রী।

খুবই ভালো কথা। কিন্তু কোচের কথায় কতটা ভরসা পাচ্ছেন গোয়ার সমর্থকরা, সেটা বলা মুশকিল। কারণ একটাই- গত ছয় মরশুমে বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে কোনওবারই বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি গোয়া। ফেরান্দো বলছেন, 'আগে কী হয়েছে, ভেবে কী লাভ? আমরা একটি নতুন মরশুম শুরু করতে যাচ্ছি, এবার যা কিছু হবে সবই নতুন। গোয়া আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলবে, এটুকু জানিয়ে দিতে পারি।' আহমেদ জাহৌ, হুগো বৌমোসের মতো নামী বিদেশিরা এফসি গোয়া ছেড়ে চলে গিয়েছেন, চলে গিয়েছেন রেনিয়ার ফার্নান্ডেজও। কিন্তু এবার আছেন স্প্যানিশ স্ট্রাইকার ইগর অ্যাঙ্গুলো, এডু বেদিয়ার মতো ফুটবলাররা। এঁরাই এবার গোয়ার হাল ধরবেন, এমনটাই আশা করছেন সমর্থকরা।

তবে শেষ পর্যন্ত রবিবারের ম্যাচে সবচেয়ে বেশি নজর কাড়বেন সেই সুনীল, উদান্তারাই। আইএসএল শেষ হলেই ভারতকে খেলতে হবে বিশ্বকাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বের বাকি তিনটি ম্যাচ। সুনীল, উদান্তা, গুরপ্রীতদের ফর্মের ওপর নির্ভর করছে অনেক কিছু। বেঙ্গালুরু কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাদ বলছেন, 'গোয়া তো গতবার লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। এবার তো আবার এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতেও যাবে। খুব ভালো কথা। আশা করি, আমরা কেমন দল সেটা ওরা ভালো করে বুঝে মাঠে নামছে। আমরা কিন্তু সবকিছুর জন্যই তৈরি।' তাঁর হাতে যা টিম আছে, তাতে এমন কথা বলতেই পারেন বেঙ্গালুরু কোচ।

স্ত্রী নাজিয়াকে গোল উপহার রয় কৃষ্ণার

সবুজ-মেরুন শিবিরে ডার্বি ভাবনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : এই কঠিন পরিস্থিতিতে সবসময় পাশে থেকে মানসিক শক্তি বাড়াতে সাহায্য করার জন্য মরশুমের প্রথম গোলটা স্ত্রী নাজিয়াকে উৎসর্গ করলেন রয় কৃষ্ণা।

দিনের হিসাব কষতে গেলে ১,৪০০ দিন পরে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিরুদ্ধে জয় পেলেন প্রীতম কোটাল-প্রবীর দাসরা। যদিও এখন নতুন পরিচয় ক্লাবের তবুও ইয়েলো আর্মির বিরুদ্ধে বারবার হার রীতিমতো দগদগে হয়ে রয়েছে কলকাতার ক্লাবটার কাছে। আর গত মরশুমে চ্যাম্পিয়ন হলেও দুই দফাতেই রয় কৃষ্ণারা মাথা নীচু করে ফিরেছিলেন মাঠ থেকে। শুধু তাই নয়, এই ব্লাস্টার্সের কাছে দ্বিতীয় দফায় ঘরের মাঠে হেরে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সরাসরি খেলার স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই খুশি গোটা শিবির। একটাই কাঁটা খচখচ করছে, মাইকেল সুসেইরাজের চোটটা। এদিনও তাঁর চোটের অবস্থা পুরোপুরি পরিষ্কার নয় এমআরআই রিপোর্ট হাতে না আসায়। তবে ডার্বিতে তাঁকে পাওয়া যাবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। এর মধ্যেই প্রথম ম্যাচে গোল পেয়েও সুযোগ নষ্ট নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করে দিয়েছেন দলের ফিজিয়ান স্ট্রাইকার। নিজেই বলেছেন, 'হ্যাটট্রিক করতে পারতাম। সেই সুযোগ হাতছাড়া করার আফসোস রয়েছে। কীভাবে যে সুযোগগুলো নষ্ট করলাম, নিজেই

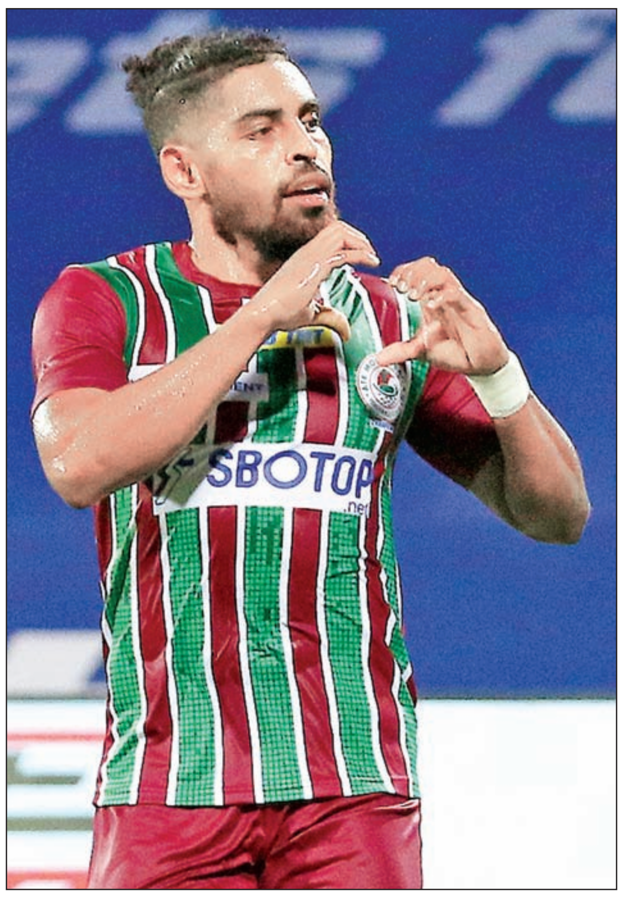

গোলের পর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বার্তা রয় কৃষ্ণার।

বুঝতে পারছি না। তবে এটা বুঝে গেলাম যে, আরও পরিশ্রম করতে হবে। নিশানা আরও সঠিক করতে হবে। আসলে মাত্র দুই সপ্তাহের অনুশীলনের পরই মাঠে নেমে পড়েছি। অনুশীলনের সময় বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যত সময় যাবে ততই সব কিছু সঠিক হবে বলে আশা করছি।' ফিজি থেকে তাঁর গোয়া পৌঁছোতে প্রায় ৪০

> গত দুই মাসের বেশিরভাগ সময়টাই আমার কেটেছে কোয়ারান্টিনে। ওই কঠিন একঘেয়ে সময়ে স্ত্রী নাজিয়া। একঘেয়েমি কাটানোর নানা উপায় বলত। তাই এদিনের গোলটা ওর জন্য উপহার।
>
> –রয় কৃষ্ণা

দিন লেগে গিয়েছিল। বারবার তাঁকে কোয়ারান্টিনে যেতে হয়েছে আসার পথে। সেই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'গত দুই মাসের বেশিরভাগ সময়টাই আমার কেটেছে কোয়ারান্টিনে। ওই কঠিন একঘেয়ে সময়ে স্ত্রী নাজিয়া আমাকে নানাভাবে উৎসাহ দিত। একঘেয়েমি কাটানোর নানা উপায় বলে দিত। তাই এদিনের গোলটা ওর জন্য উপহার। এছাড়া আমার পরিবারের বাকিদের কথাও বলতে হবে। রাত দুটোয় উঠে ওরা সবাই খেলা দেখেছে।'

কেরালার বিরুদ্ধে জয়ের পরেই গোটা শিবির ঢুকে পড়েছে ডার্বির উত্তেজনার মধ্যে। গত মরশুমে ডার্বির দিন ট্রাফিক জ্যামে আটকে পড়েছিলেন কৃষ্ণা। এই প্রসঙ্গে সবুজ-মেরুন স্ট্রাইকারের মন্তব্য, 'সেদিন বুঝেছিলাম কলকাতা ডার্বির গুরুত্ব। মাঠের বাইরে এত মানুষ থাকলে ভিতরটাও কল্পনা করতে চেষ্টা করেছিলাম। এবার সমর্থকরা আমাদের সঙ্গে গ্যালারিতে থাকতে পারছেন না। কিন্তু ওঁদের বলব, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে পাশে থাকুন। আপনরাই দ্বাদশ ব্যক্তি।' জিতে খুশি কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসও। তিনি অবশ্য কেরালা কাঁটা উপড়ে খুশি হয়ে বসে থাকার লোক নন। রবিবার থেকে শুরু করে দেবেন ডার্বির প্রস্তুতি। তারই মধ্যে বলে দিলেন, 'কেরালা ম্যাচ জিতে অবশ্যই খুশি। কারণ আমরা একটাও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলিনি। পরিকল্পনামাফিক অনুশীলন করানো যায়নি। এসব কারণেই শুরুতে উইলিয়ামসকে যেমন নামাতে পারিনি তেমনি পরে রয়কে তুলে নিতে হয়। লম্বা লিগে এভাবেই এগোতে হবে। এবার ডার্বির জন্য প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।' হাবাস যে সময় নষ্ট করার লোক নন, তা এতদিনে কলকাতার জানা। তার থেকেও বড় কথা, এবার তিনি লড়বেন, সম্পূর্ণ আনকোরা এক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে।

শিল্ডে সুদেবার বদলে রিয়াল কাশ্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২১ নভেম্বর : আইএফএ শিল্ড থেকে নাম তুলে নিল সুদেবা এফসি। বদলে খেলতে দেখা যাবে রিয়াল কাশ্মীর এফসিকে। এদিন তা জানান আইএফএ সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায়। শিল্ড নিয়ে ক্লাব প্রতিনিধিদের সঙ্গে এদিন বৈঠকে বসেছিলেন তিনি। ছিলেন আইএফএ-র চেয়ারম্যান সুব্রত দত্ত। আই লিগের চার দল জৈব সুরক্ষা বলয়ে থেকে ম্যাচ খেলবে। বাকি দলগুলির ক্ষেত্রে অবশ্য বায়োবাবল বাধ্যতামূলক নয়। তবে করোনা সতর্কতায় মোট তিনবার কোভিড টেস্টের ব্যবস্থা রেখেছেন আয়োজকরা। টুর্নামেন্ট শুরুর আগে ক্লাবগুলির তরফে কোভিড রিপোর্ট জমা দেওয়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আইএফএ দপ্তরে। টুর্নামেন্ট চলাকালীন আইএফএ আরও দুইবার ফুটবলারদের কোভিড টেস্ট করাবে। পাশাপাশি শিল্ডের অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ফুটবলারদের জন্য ৩ লাখ টাকার কোভিড-বিমা করাবে আইএফএ। সেই সুবিধা থাকছে ক্লাব অফিশিয়ালদের জন্যও। সচিব জয়দীপ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে আমরা শিল্ড আয়োজনের চ্যালেঞ্জ নিয়েছি। ফুটবলাররা যাতে মানসিক দিক থেকে চাপমুক্ত হয়ে মাঠে খেলতে পারে তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

ভারত-পাকিস্তান সিরিজ নিয়ে সংশয়

করাচি, ২১ নভেম্বর : বদলাচ্ছে ছবিটা। ২০০৯ সালে লাহোরে শ্রীলঙ্কার টিমবাসে জঙ্গি নাশকতায় কেঁপে গিয়েছিল ক্রিকেট বিশ্ব। তারপর দীর্ঘ ১২ বছর আয়োজক দেশ হিসেবে ক্রিকেট মানচিত্রে কৌলীন্য হারিয়েছিল পাকিস্তান। ২০২০-র শেষলগ্নে সেই আশার আলো দেখতে শুরু করেছে পাক ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। ব্রাত্য পাকিস্তান আবার গুরুত্ব পেতে শুরু করেছে ক্রিকেটের 'এলিট' দেশগুলির কাছে। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে পাক সফরে আসার কথা দক্ষিণ আফ্রিকার। সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের মাটিতে তিনটি ওডিআই ও পাঁচটি টি২০ খেলবে নিউজিল্যান্ড। টি২০ সিরিজ খেলতে আসার কথা ইংল্যান্ডেরও। ডিসেম্বরে ঘরের মাঠে সিরিজ রয়েছে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে নিউজিল্যান্ড, ইংল্যান্ড থেকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ- 'হেভিওয়েট'দের স্বাগত জানাতে তৈরি পাকিস্তান। পিসিবি-র মুখ্য অধিকর্তা ওয়াসিম খান বলেন, 'অন্যান্য ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। ইতিবাচক পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। অন্যান্য দেশের ক্রিকেট বোর্ডের তরফেও সহযোগিতা পাচ্ছি।' এই ভাবনায় অস্ট্রেলিয়াকে শামিল করতে বদ্ধপরিকর পিসিবি। ওয়াসিমের কথায়, 'আগামী দশ মাস ঘরের মাঠে অনেকগুলি সিরিজ আয়োজনের পরিকল্পনা আমাদের রয়েছে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গেও আমাদের কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়েছে। ২০২২-এ পাক সফরে আসতে পারে অস্ট্রেলিয়া।'

> অন্যান্য ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যথেষ্ট ভালো। ইতিবাচক পরিকল্পনা নিয়ে আমরা এগোচ্ছি। অন্যান্য দেশের ক্রিকেট বোর্ডের তরফেও সহযোগিতা পাচ্ছি।
>
> –ওয়াসিম খান

২০০৯ সালের জঙ্গি নাশকতার পর দীর্ঘদিন পাকিস্তানে বন্ধ ছিল আন্তর্জাতিক ক্রিকেট। হোম সিরিজ আয়োজনে পাক টিমকে খেলতে হত সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মাটিতে। গত ১২ বছরে প্রথম দল হিসেবে পাকিস্তানে টেস্ট সিরিজ খেলে শ্রীলঙ্কা। তারপর পাকিস্তানে একটি টেস্টে অংশ নেয় বাংলাদেশও। তবে ২০১৫ সালে প্রথম পাক সফরে যায় জিম্বাবোয়ে। এছাড়া পাকিস্তান সুপার লিগে অংশ নিতে দেখা গিয়েছে এবি ডিভিলিয়ার্স, শেন ওয়াটসন, ডেল স্টেইনের মতো তারকাকে। দিনকয়েক আগে করাচিতে এক অনুষ্ঠান মঞ্চে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী আফগানিস্তানকে পাক সফরে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। তবে ক্রিকেটমহলের নজর আরেক প্রতিবেশীর দিকে। সব বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে কি পাক সফরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করবে ভারত? সংশয়ে খোদ পিসিবি কর্তা। সীমান্তের উত্তেজনা, রাজনৈতিক সম্পর্কের টানাপোড়েনে ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই দুই দেশের ক্রিকেট বোর্ডের।

কাইফ-ধামাকার পিছনে ছিল হরভজনের হাত

নয়াদিল্লি, ২১ নভেম্বর : ২০০২ সালের ১৩ জুলাই।

লর্ডসের ব্যালকনিতে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের দাদাগিরির স্মরণীয় দিন। খালি গায়ে জামা ঘোরানো ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম আইকনিক ছবিও। দাদার জন্য যে মঞ্চ তৈরি করে দেওয়া মহম্মদ কাইফের সাফল্যের নেপথ্যে নাকি ছিলেন হরভজন সিং! যুবরাজ আউট হওয়ার পর ক্রিজে নামা ভাজ্জিই কার্যত সিনিয়ার সতীর্থ হিসেবে গাইড করেন কাইফকে। ৩২৬-এর প্রায়

ন্যাটওয়েস্ট ফাইনাল

অসম্ভব টার্গেটে দলকে পৌঁছে দেওয়া ম্যাচে কেরিয়ারের সেরা ইনিংসের (অপরাজিত ৮৭) স্মৃতি রোমন্থনে এদিন সেকথাই জানালেন কাইফ।

মহম্মদ কাইফ বলেন, 'যুবরাজের (৬৩) আউটের পর বাকি সবাই টেলএন্ডার। ওদের নিয়ে কীভাবে খেলব, বুঝতে পারছিলাম না। হরভজন সেই মুহূর্তে সাহায্য করেছিল। যুবরাজের পর ও ক্রিজে আসে। ওকে বলি, তুমি তোমার মতো খেলো। আমি কাউকে কনফিউজ করার পক্ষপাতী নই। তবে ভাজ্জি কিন্তু আমাকে গাইড করে। পল কলিংউডকে তুলে মারতে গিয়ে প্রায় ক্যাচ দিয়ে ফেলেছিলাম। ব্যাটের কানায় লেগে বল হাওয়ায় চলে যায়। তখন ভাজ্জি এসে বলে, কী করছিস

> পল কলিংউডকে তুলে মারতে গিয়ে প্রায় ক্যাচ দিয়ে ফেলেছিলাম। ব্যাটের কানায় লেগে বল হাওয়ায় চলে যায়। তখন ভাজ্জি এসে বলে, কী করছিস তুই?
>
> –মহম্মদ কাইফ

তুই? স্কোরবোর্ডের দিকে তাকা, বলপিছু রান দরকার। ও বলার পর বুঝতে পারি, দেখেশুনে খেললেই লক্ষ্যে পৌঁছে যাব। স্লগ করার প্রয়োজন নেই। সেটাই করে ম্যাচ বের করেছিলাম সেদিন।'

শেষ চার ওভারে দরকার ছিল ২৫ রান। ডারেন গফ, অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফদের মতো বোলার। যদিও কাইফের দৃঢ়তার কাছে ইংল্যান্ড অধিনায়ক নাসের হুসেনের সমস্ত স্ট্র্যাটেজি ফেল করে। কাইফ আরও বলেন, '৪ ওভারে ২৫ দরকার। গফকে বল দেয় নাসের। ওই ওভারে দুটি বাউন্ডারি মারি। পরে একই ওভারে ফ্লিনটফ ফেরায় হরভজন, কুম্বলেকে। আম্পায়ার স্টিভ বাকনারের ভুল সিদ্ধান্তের শিকার হয়েছিল কুম্বলে। ৪৯তম ওভারের শেষ বলের আগে আমাদের জিততে দরকার ৬ রান। ওই বলটায় বাউন্ডারি মারি গফকে। পরের ওভারের তৃতীয় বলে জাহিরের জোড়া রানে জয়। বিশ্বাসই হচ্ছিল না ম্যাচটা শেষ পর্যন্ত জিতেছি।'

গত কয়েক বছরে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের উন্নতি নিয়েও সমান উচ্ছ্বসিত মহম্মদ কাইফ। আজকের দিনেই ২০১৭ ওডিআই বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ১১৫ বলে ১৭১ রানের অবিশ্বাস্য ইনিংস খেলেছিলেন হরমনপ্রীত কাউর। কাইফের মতে, ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে যা টার্নিং পয়েন্ট। তারপর থেকে বদলে গিয়েছে পুরো ছবিটাই। বলেন, 'তিন বছর পিছিয়ে যান, আজকের দিনেই হরমনপ্রীত ১১৫ বলে অপরাজিত ১৭১ করেছিল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে। চাপের মধ্যে চোখ ধাঁধানো ব্যাটিং যা ভারতীয় ক্রিকেটকে নতুন দিশা দেখিয়েছিল।' ২০টি চার ও ৭টি ছক্কা মারেন হরমনপ্রীত। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ভারত ৪২ ওভারে তোলে ২৮১/৪। জবাবে ২৪৫-এ গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া।

স্ত্রী জেসিম লোরা ও সন্তানের সঙ্গে আন্দ্রে রাসেল।